



# Welcome

Department of Law & Land Management

Course Title : Information & Eng

Presented By

**GROUP MEMBERS**

<u>Name</u>	<u>Roll No.</u>
সাফিয়া ইসলাম মৌরী	2326057
Mst. Akida Khatun	2326059
Mst. Ayesha Siddika	2326060
Md. Taki Jarif	2326061
Md. Yusuf Ali	2326062
Samad Hossain	2326063
Kamona Fatema Tonu	2326064
Mst. Sumaiya Akter	2326085

Presented To

**Shahida Akhtar**  
**Assistant Professor**  
**Department of Law and Land Management,**  
**Islamic University.**

# FOUR CHAPTERS IN PROJECT

১



পরিচিতি

২



১৯৮৯ সালের  
বাংলাদেশের ঋণ  
সালিসি আইন এবং  
খায় খালাসি বন্ধক  
ঘোষণা

৩



১৯৮৯ সালের  
বাংলাদেশের ঋণ  
সালিশি বিধিমালা

৪



উপসংহার

# FOUR CHAPTERS IN PROJECT



পরিচিতি

সংজ্ঞা এবং মূল  
উদ্দেশ্য

১৯৮৯ সালের বাংলাদেশের  
স্বাগ সালিসি আইন এবং  
খায় খালিসি বন্ধক ঘোষণা

১৯৮৯ সালের বাংলাদেশের  
স্বাগ সালিসি বিধিমালা

উপসংহার

# FOUR CHAPTERS IN PROJECT

পরিচিতি



১৯৮৯ সালের  
বাংলাদেশের ঋণ  
সালিসি আইন এবং  
থায় খালাসি বন্ধক  
ঘোষণা

পটভূমি, প্রয়োগ,  
উদ্দেশ্য, ঋণ সালিসি  
বোর্ড এবং কৃষি জমির  
দখল

১৯৮৯ সালের বাংলাদেশের ঋণ  
সালিসি বিধিমালা

উপসংহার

# FOUR CHAPTERS IN PROJECT

পরিচিতি

১৯৮৯ সালের  
বাংলাদেশের ঋণ  
সালিসি আইন এবং  
থায় খালিসি বন্ধক  
ঘোষণা



১৯৮৯ সালের  
বাংলাদেশের ঋণ  
সালিসি বিধিমালা

মূল বিষয়বস্তু এবং ফরম  
বা ছকের ভূমিকা

উপসংহার

# FOUR CHAPTERS IN PROJECT

পরিচিতি

১৯৮৯ সালের  
বাংলাদেশের ঋণ  
সালিসি আইন এবং  
খায় খালাসি বন্ধক  
ঘোষণা

১৯৮৯ সালের বাংলাদেশের  
ঋণ সালিসি বিধিমালা



উপসংহার

## বাংলাদেশ আমলে ভূমি আইন

### সংজ্ঞা :

১৯৮৯ সালের **বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন** এবং সংশ্লিষ্ট **ঋণ সালিসি বিধিমালা** দরিদ্র কৃষকদের জমি ও ঋণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে প্রণীত একটি আইন। এটি মহাজনদের শোষণ রোধ এবং কৃষকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

### মূল উদ্দেশ্য:

১. দরিদ্র কৃষকদের মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করা।
২. অবৈধ জমি দখল ও খায়খালাসী বন্ধকের প্রবণতা রোধ।
৩. ঋণ সংক্রান্ত বিরোধ সহজে নিষ্পত্তি করা।
৪. গ্রামীণ কৃষকদের ন্যায়বিচার প্রদান।
৫. ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করে বিরোধের কার্যকর সমাধান।

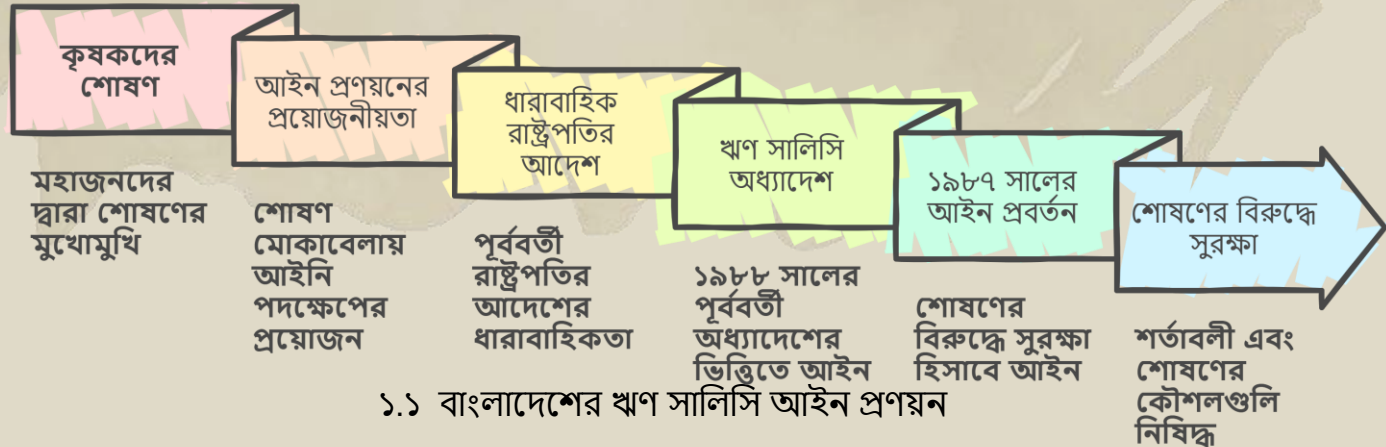


## ১৯৮৯ সালের বাংলাদেশের ঋণ সালিসি আইন

### পটভূমি

বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র কৃষকদের মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করার প্রয়াসে ১৯৮৯ সালের বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন প্রণীত হয়। ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন আদেশ এবং ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ ঋণ সালিসি অধ্যাদেশের ধারাবাহিকতায় এ আইনটি তৈরি করা হয়। মহাজনদের অত্যাচার, যেমন কৃষি জমি কম দামে ক্রয়, দস্তখত বা টিপসই যুক্ত কাগজের মাধ্যমে জমি বন্ধক রাখা, এবং ঋণের শর্ত হিসেবে ফসল অগ্রিম ক্রয় করাসহ বিভিন্ন শোষণের বিরুদ্ধে এই আইন প্রণয়ন করা হয়।

### ঋণ সালিসি আইন প্রবর্তনের কারণ এবং প্রক্রিয়া



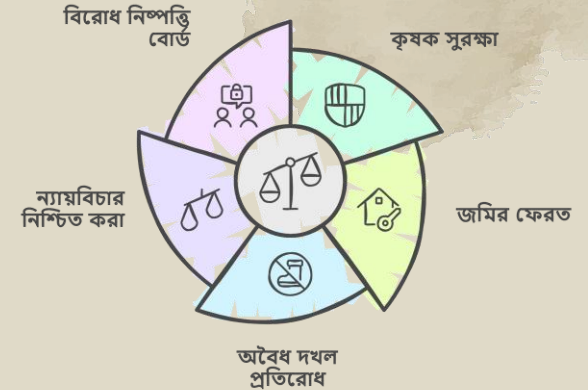
### ১.১ বাংলাদেশের ঋণ সালিসি আইন প্রণয়ন



## ঋণ সালিসি আইনের উদ্দেশ্য

- ১ দরিদ্র ও অসহায় কৃষকদের মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করা।
- ২ খায়খালাসী বন্ধক জমি ফেরত না দেয়ার প্রবণতা বন্ধ করা।
- ৩ ঋণ শোধের নামে মহাজনদের পক্ষ থেকে অবৈধ জমি দখল ঠেকানো।
- ৪ গ্রামে ঋণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন।

### ঋণ সালিসি আইনের লক্ষ্য



## ১৯৮৯ সালের বাংলাদেশ খণ সালিসি আইন

সুবিধা

VS

অসুবিধা



কৃষকদের রক্ষা করে



জমির শোষণ প্রতিরোধ করে



খণের অপব্যবহার সমাধান করে



আইনি কাঠামো



ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা



বাস্তুবায়নের চ্যালেঞ্জ



বুরোক্র্যাটিক বাধা



সীমিত সচেতনতা



দুনীতির সম্ভাবনা



অপূর্ণ কভারেজ

ঋণ সালিসি আইনের প্রয়োগঃ

এ আইন ১৯৮২ সালের ১৪  
এপ্রিল থেকে কার্যকর

বাংলাদেশের তিনটি  
পার্বত্য জেলা ছাড়া সকল  
অঞ্চলে এ আইন প্রযোজ্য।

মহাজনদের দ্বারা দরিদ্র  
কৃষকদের জমি হস্তান্তর এবং  
শোষণজনিত কার্যক্রম আইনত  
বন্ধ করা হয়েছে



প্রত্যেক খানায় একটি ঋণ  
সালিসি বোর্ড গঠন বাধ্যতামূলক

এ আইনের ধারাগুলো ভূতাপেক্ষ  
কার্যকারিতা (Retrospective  
Effect) নিয়ে কার্যকর হয়েছে।

## খায় খালাসি বন্ধক ঘোষণা

### ১৯৮৯ সালের ঋণ সালিসি আইন:

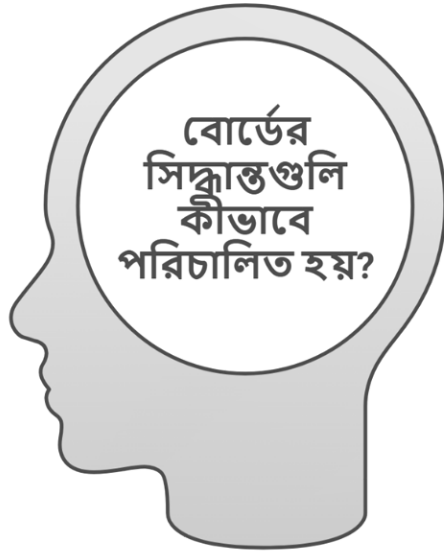
১৯৮৯ সালের ঋণ সালিসি আইন দরিদ্র কৃষকদের মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করতে প্রণীত হয়। এটি ১৯৮২ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয় এবং তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য। আইনটি মহাজনদের বেআইনি কার্যক্রম, যেমন খায়খালাসী জমি ফেরত না দেয়া, অগ্রিম ফসল ক্রয়, এবং টিপসইযুক্ত অলিখিত কাগজ ব্যবহার রোধ করে। প্রত্যেক খানায় ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন বাধ্যতামূলক।



## ঋণ সালিসি বোর্ড :

- প্রত্যেক উপজেলায় সরকার তিন বছরের জন্য ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করবে।
- বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান এবং ২ থেকে ৪ জন সদস্য থাকবে।
- বোর্ডের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে।
- বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা কালেক্টরের কাছে আপিল করা যাবে।
- বোর্ডের কার্যক্রমে সাক্ষ্য আইন ও দেওয়ানি কার্যবিধি প্রযোজ্য নয়।
- দেওয়ানি আদালতে বোর্ডের বিচারাধীন কোনো বিষয়ে মামলা গ্রহণযোগ্য নয়।





### চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলি চূড়ান্ত,  
তবে আপিলের সুযোগ রয়েছে।



### নিয়োগ ও অপসারণ

চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের  
নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা  
সরকারের হাতে।



### আইন প্রয়োগ নয়

বোর্ডের কার্যক্রমে সাধারণ  
আইনের বিধি প্রযোজ্য নয়।



## সংক্ষেপে:

১৯৮৯ সালের ঋণ সালিসি আইন দরিদ্র কৃষকদের জমি এবং অধিকার রক্ষায় কার্যকর। কৃষি জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিসি বোর্ড গঠন করে সহজ ও দ্রুত সমাধানের সুযোগ তৈরি করেছে। এটি মহাজনদের শোষণ বন্ধে এবং কৃষকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

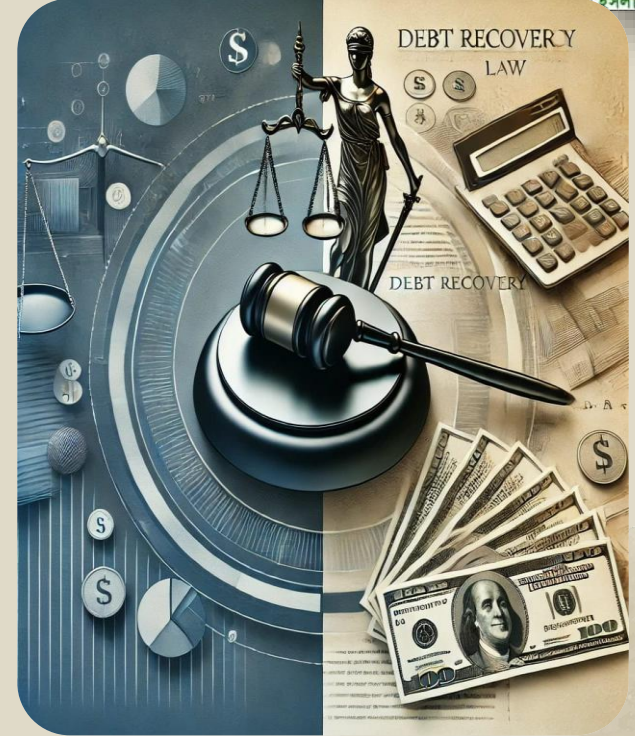
### ১৯৮৯ সালের বাংলাদেশের ঋণ সালিশি বিধিমালা

এই নথিতে ১৯৮৯ সালের বাংলাদেশে প্রবর্তিত ঋণ সালিশি বিধিমালার মূল বিষয়বস্তু ও কার্যপ্রণালী আলোচনা করা হয়েছে। এই বিধিমালা দরিদ্র কৃষকদের জমি ও ঋণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান সহজতর করার জন্য নির্দিষ্ট ফরম বা ছকের মাধ্যমে বোর্ডে দরখাস্ত করার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। এতে খায়খালাসী বন্ধক, বেআইনি বিক্রয় এবং ঋণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

## মূল বিষয়বস্তু:

১৯৮৯ সালের ঋণ সালিশি বিধিমালা নিম্নলিখিত মূল বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত:

১. **খায়খালাসী বন্ধক বা বেআইনি বিক্রয়:** কৃষক নির্ধারিত ছকে বোর্ডে দরখাস্ত জমা দিতে পারবেন।
২. **জমি ফেরতের আবেদন:** ৬ মাসের মধ্যে জমি ফেরতের জন্য আবেদন করতে হবে।
৩. **ক্রেতার নির্দেশ:** বোর্ডের নির্দেশে ক্রেতাকে ১৫ দিনের মধ্যে জমি ফেরত দিতে হবে।
৪. **বিরোধ সমাধান:** নির্দিষ্ট ছকে দরখাস্ত জমা দেওয়ার মাধ্যমে ঋণ ও জমি সংক্রান্ত বিরোধ সমাধান করা হয়।

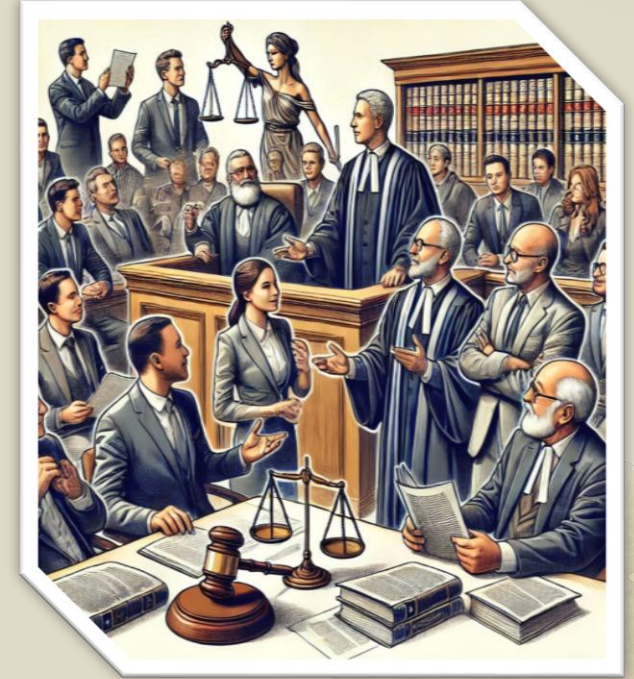


## ফরম বা ছকের ভূমিকা

বিধিমালায় বিভিন্ন ধরনের ফরম বা ছক নির্ধারণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:



## ঋণ সালিশি বিধিমালার বহুমুখী প্রভাব





### উপসংহার:

১৯৮৯ সালের বাংলাদেশ খাগ সালিসি আইন দরিদ্র কৃষকদের জমি এবং অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি মহাজনদের শোষণ ও বেআইনি কার্যক্রম রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আইনটি সালিসি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে কৃষি জমি সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তির সুযোগ তৈরি করেছে। নির্দিষ্ট ফরম বা ছকের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া সহজতর করে কৃষকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইন এবং বিধিমালা গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**Any  
Question ?**



The image features a solid green background with several stylized pink cherry blossoms. The blossoms are arranged in a circular pattern around the central text, with some at the top, some at the bottom, and some on the sides. Each blossom has five petals and a visible center with stamens.

THANKS